হান্নার জীবন ও সাক্ষ্য

(Life & Testimony of Anna)

লূক লিখিত সুসমাচার ২ অধ্যায় ৩৬-৩৯ পদ

৪০ দিনের শিশু যীশুকে যখন তাঁর পিতা-মাতা জেরুশালেম মন্দিরে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করতে নিয়ে এসেছিল, তখন শিমিয়নের ন্যায় আরও একজন ঈশ্বর-ভক্তা স্ত্রীলোক সেই শিশুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। আজ আমরা সেই স্ত্রীলোকের বিষয় শিখতে চলেছি, তাঁর কথা সমগ্র বাইবেলে মাত্র ৩টি পদে উল্লেখ করা হয়েছে। স্ত্রীলোকটির নাম হান্না। সমগ্র বাইবেলের মধ্যে কেবল লূক ২:৩৬-৩৮ পদে তাঁর কথা বলা হয়েছে। মাত্র ৩টি পদে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কাজের যে পরিচয় আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, তা বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁর কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয় শিখি। আজ তাঁকে আদর্শ করে, তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করার সুযোগকে আমরা কেউ হাতছাড়া করব না। কারণ, তাঁর জীবন থেকে আমরা প্রত্যেকেই সাহস ও উৎসাহ পেতে পারি। আসুন, লূক ২:৩৬-৩৯ পদকে ভিত্তি করে তাঁর জীবন ও কাজকে উপলব্ধি করি।

ক। হান্নার জাগতিক পরিচয়: লূক ২:৩৬-৩৭ পদে বলা হয়েছে, *"আর হান্না নামে এক ভাববাদিনী ছিলেন, তিনি পনূয়েলের কন্যা, আশের বংশজাত; তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল, তিনি কুমারী অবস্থার পর সাত বৎসর স্বামীর সঙ্গে বাস করেন, চৌরাশি বৎসর পর্যন্ত বিধবা হয়ে থাকেন, তিনি ধর্মধাম থেকে প্রস্থান না করে উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে রাত দিন উপাসনা করতেন।"* "হান্না" নামের অর্থ "অনুগ্রহ"। এই নামে আমরা পুরাতন নিয়মেও অন্য একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পাই, শমূয়েলের মা হান্না, যাঁর নামেরও অর্থ ছিল "অনুগ্রহ"। পুরাতন নিয়মের 'হান্না' প্রথমে যদিও বন্ধ্যা ছিল, কিন্তু পরে ঈশ্বর যখন তাঁর প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন, তখন সে একাধিক সন্তানের মা হয়েছিলেন (১ শমূয়েল ২:২১)। নতুন নিয়মের 'হান্না' কিন্তু বিধবা ছিলেন, তিনি তাঁর বিবাহের পর মাত্র ৭ বৎসর তাঁর দাম্পত্য জীবন উপভোগ করেছিলেন, কিন্তু তারপর ৮৪ বৎসর পর্যন্ত তিনি বিধবা ছিলেন। পুরাতন নিয়মের হান্নার বন্ধ্যাত্ব যেমন তাঁর ঈশ্বর আরাধনায় বাধা হতে পারেনি; ঠিক তেমনই, নতুন নিয়মের 'হান্নার' বৈধব্যও ঈশ্বর আরাধনায় বাধা হতে পারেনি।

হান্না সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে, *"তিনি পনূয়েলের কন্যা।"* আমরা স্মরণ করতে পারি, যাকোব যখন তাঁর মামার বাড়ী থেকে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছিল, পথে এষৌর সঙ্গে দেখা করার পূর্ব রাতে যাকোব যব্বোক নদীর তীরে একাকী অবস্থান করেছিলেন। সেখানে যাকোব প্রভুর সেই দূতের সঙ্গে সারা রাত ধরে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন, এবং সেই দূত যাকোবের নাম পরিবর্তন করে 'ইস্রায়েল' রেখেছিলেন। এরপর বলা হয়েছে, *"তখন যাকোব সেই স্থানের নাম 'পনূয়েল' (ঈশ্বরের মুখ) রাখিলেন; কারণ তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হয়ে দেখলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাচল"* (আদি ৩২:৩০)। পনূয়েল নামের অর্থ 'ঈশ্বরের মুখ'। হান্না এমন নামাধিকারী ব্যক্তির কন্যা ছিলেন।

হান্নার বিষয় আরও বলা হয়েছে, তিনি *"আশের বংশজাত"* ছিলেন। 'আশের' ছিলেন যাকোবের অষ্টম পুত্র, এবং লেয়ার দাসী সিল্পার গর্ভের দ্বিতীয় পুত্র। জন্মের পর তাঁর নাম "আশের" রাখা হয়েছিল, যে নামের অর্থ "সুখী বা ধন্য," যেহেতু তাঁর জন্ম লেয়াকে সুখী করেছিল (আদি ২৯:৩১-৩০:২৪)। সেই আশেরের বংশজাত হান্নাও নিজের পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিপরীতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও প্রকৃত সুখ কী, তা জনেতেন। কারণ সেই সময় সেই সমাজে মাত্র ৭ বৎসর দাম্পত্য জীবন যাপন করার পর, ৮৪ বৎসর পর্যন্ত বিধবার জীবন বাহ্যিক অর্থে সহজ ছিল না। আরও একটি লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, আশের ছিল উত্তর-ইস্রায়েলের দশ বংশের মধ্যে একটি বংশ, যারা অসুরদের দ্বারা পরাজিত ও নির্বাসিত হবার পর প্রায় হারিয়ে গেছিল। কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা যে সত্য জানতে পারি, তা হল, তারা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়নি, তাদের মধ্য থেকে অবশিষ্টাংশকে ঈশ্বর রক্ষা করেছিলেন, যারা পরে ইস্রায়েলে ফিরে এসেছিল। সেই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সত্যের বাস্তব নিদর্শন হিসাবে আমরা জেরুশালেমে 'হান্নার' উপস্থিতিকে দেখতে পাচ্ছি।

হান্নার পরিচয় দিতে গিয়ে লূক আরও লিখেছে, তিনি *"ভাববাদিনী ছিলেন।"* আমরা জানি, মালাখি ভাববাদীর পর, প্রায় ৪০০ বৎসর যাবৎ ঈশ্বর নীরব ছিলেন, তিনি কোনও ভাববাদীর মাধ্যমে তাঁর কথা মানুষের কাছে উপস্থিত করেননি। কিন্তু এখন আমরা হঠাৎ সেখানে একজন ভাববাদিনীর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। শিশু যীশুর প্রকৃত পরিচয় আমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য (৩৮ পদ) ঈশ্বর এই ভাববাদিনীকে ব্যবহার করতে মনস্থ করেছেন। পুরাতন নিয়মে মরিয়মকে (যাত্রা ১৫:২০), দবোরাকে (বিচার ৪:৪), হুল্‌দাকে (২রাজা ২২:১৪), এবং যিশাইয়ের স্ত্রীকে (যিশাইয় ৮:৩) ভাববাদিনী বলা হয়েছে। প্রেরিত ২১:৯ পদেও আমরা ফিলিপের ৪ জন কুমারী কন্যাকে দেখতে পাব, যারাও হান্নার ন্যায় ভাববাণী বলার দান লাভ করবে। ২বিবরণ ১৮:১৮ পদে সত্য ভাববাদী সম্বন্ধে এমন কথা বলা হয়েছে, *"তাঁর মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁকে যা যা আজ্ঞা করব, তা তিনি ওদের বলবেন।"* হ্যাঁ, সত্য ভাববাদী বা ভাববাদিনী সর্বদা ঈশ্বরের হৃদয় ও ইচ্ছার যে প্রকাশ লাভ করে, তার কোনও পরিবর্তন না করে মানুষের কাছে উপস্থিত করে থাকেন। ভাববাদিনী হিসাবে হান্নাও তাঁর কাছে প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সর্বদা সঠিকভাবে মানুষের কাছে উপস্থিত করেছেন।

হান্নার বয়স সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লূক লিখেছে, *"তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল, তিনি কুমারী অবস্থার পর সাত বৎসর স্বামীর সঙ্গে বাস করেন, চৌরাশি বৎসর পর্যন্ত বিধবা হয়ে থাকেন।"* তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। তাঁর বিবাহের পর মাত্র ৭ বৎসর তিনি স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সুখ ভোগ করেছিলেন। কিন্তু মাত্র ৭ বৎসর স্বামীর সঙ্গে সংসার করার পর, যখন তাঁর স্বামী মারা যান, তখন পুনরায় বিবাহ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তিনি বিধবার জীবন যাপন করতে আগ্রহী হন। কিন্তু কত বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সেই বিধবার জীবন যাপন করেছিলেন, তা লূকের লেখা থেকে স্পষ্ট নয়। তিনি কত বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, সে বিষয়ে ঈশতত্ত্ববিদদের মধ্যে দুটি মতের প্রচলন বর্তমান। এখন, *"চৌরাশি বৎসর পর্যন্ত বিধবা হয়ে থাকেন"* কথার অর্থ কী?

(১) এর অর্থ হতে পারে, "**তিনি চুরাশি বৎসর যাবৎ বিধবা ছিলেন।**" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে, এই স্ত্রীলোক সত্যই খুব বেশি বৃদ্ধা হয়েছিলেন। কারণ, হান্না যদি খুব কম বয়সেও বিয়ে করে থাকেন, ধরা যেতে পারে তাঁর ১৪ বৎসর বয়সে বিয়ে হয়েছিল (তা অস্বাভাবিক নয়, কারণ সেই সময় ১২ বৎসর বয়সেও মেয়েদের বিয়ে হত), তাহলে তাঁর এখন বয়স হল ১০৫ বৎসর (১৪+৭+৮৪)।

(২) আবার এর অর্থ হতে পারে, "**তিনি চুরাশি বৎসর বয়স পর্যন্ত বিধবা ছিলেন।**" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে, এখন হান্নার বয়স ৮৪ বৎসর। এখন ১০৫ বৎসরের তুলনায় ৮৪ বৎসর কম হলেও, উভয় বয়সকেই অনেক বয়স হিসাবে ধরতে কোনও অসুবিধা নেই। তাই, এই দুই তত্ত্বের মধ্যে যে কোনও একটিকে গ্রহণ করতে তেমন কোনও বড়ো বাধা নেই। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে, তা হল, কেবল শারিরীক বয়সে বৃদ্ধি পাওয়া নয়, হান্না এমন ঈশ্বর-ভক্তা হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন, যাঁকে গীত ১:১-৩ পদে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, *"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দকদের সভায় বসে না। কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাঁর ব্যবস্থা দিন-রাত ধ্যান করে। সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে, যা যথাসময়ে ফল দেয়, যার পত্র ম্লান হয় না; আর সে যা কিছু করে, তাতেই কৃতকার্য হয়।"* বয়সে বৃদ্ধি পেলেও, প্রভুর অপেক্ষাকারী দাসী হিসাবে তাঁর জন্য যিশাইয় ভাববাদীর সেই কথা প্রযোজ্য, *"যারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তারা উত্তরোত্তর নতুন শক্তি পাবে; ইগল পাখির ন্যায় পাখা নিয়ে উর্ধ্বে উঠবে; তারা দৌড়ালে শ্রান্ত হবে না; তারা গমন করলে ক্লান্ত হবে না"* (যিশাইয় ৪০:৩)।

খ। হান্নার আত্মিক পরিচয়: নতুন নিয়মের সময় ইহুদি বিধবাদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা যত দূর জানি, তা হল, তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল, তাদের কোনও সামাজিক পদ-মর্যাদাও ছিল না, তাদের পক্ষে কথা বলার কোনও লোক ছিল না। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে যদিও বিধবাদের প্রতি বিশেষ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সুবিধা প্রদর্শন করতে আজ্ঞা করা হয়েছে (যাত্রা ২২:২২; ২বিবরণ ১০:১৮; যিশাইয় ১:১৭), তথাপি সেই সময় বিধবাদের বঞ্চনা ও অবহেলা করা হত। কিন্তু সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও হান্না তাঁর বিশ্বাস রক্ষা করেছে এবং প্রভুর দাসী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিধবা হিসাবে হান্না কী প্রকার পরীক্ষা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা আমরা সহজেই চিন্তা করতে পারি, কিন্তু তা হান্নাকে বিচলিত করতে পারেনি। অল্প বয়সে স্বামীকে হারানোর কী দুঃখ, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন; কিন্তু তার জন্য তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েননি, জীবনের আশা ত্যাগ করে বিকৃত জীবন বা বিপথ বেছে নেননি। তিনি স্বামীহারা হয়েছিলেন, ঠিক কথা, কিন্তু তিনি নিরাশাগ্রস্ত হননি; ঈশ্বরকেই তিনি তাঁর আশ্বাসভূমি হিসাবে চিনেছিলেন। তাই তাঁর আত্মিক জীবনকে আমরা পৌলের লেখা **প্রকৃত বিধবার বর্ণনার** মধ্যে দেখতে পাই, *"যারা প্রকৃত বিধবা, সেই বিধবাদের সমাদর কর। . . . যে স্ত্রী প্রকৃত বিধবা ও অনাথা, সে ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা রেখে রাত দিন বিনতি ও প্রার্থনায় নিবিষ্টা থাকে"* (১তীমথিয় ৫:৩, ৫)। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও হান্না কীভাবে এমন আদর্শ আত্মিক জীবনের অধিকারী হতে পেরেছিল? এর উত্তর আমরা ৩৭ ও ৩৮ পদ থেকে পেতে চেষ্টা করব।

(১) হান্না কখনও প্রভুকে ত্যাগ করেননি: ৩৭ পদে বলা হয়েছে, *"তিনি ধর্মধাম থেকে প্রস্থান না করে . . .।"* অর্থাৎ, হান্না কখনও ধর্মধাম থেকে নিজেকে পৃথক করেননি। অবশ্য এই কথার অর্থ এই নয় যে, জেরুশালেম মন্দিরের মধ্যে বিশেষ ঘরে তিনি বাস করতেন। পরিবর্তে, এই কথার অর্থ, তিনি মন্দিরের সমস্ত সার্বজনীন আরাধনায় ও ব্যক্তিগত আরাধনায় যোগদান করতেন, তিনি কখনও সেই সমস্ত সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। আজকের দিনেও যখন কোনও বিশ্বাসী/বিশ্বাসিনী কেবল প্রভুর দিনের আরাধনায় নয়, কিন্তু সপ্তাহের অন্যান্য দিনের বিভিন্ন মাণ্ডলিক অনুষ্ঠানে (সকালের প্রার্থনা, বুধবারের সান্ধ্য আরাধনা, শনিবারের পাপ-স্বীকারের প্রার্থনা, কিংবা বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন ক্লাস) যোগদান করে, তখন তার মুখে আমরা এমন কথা শুনতে পাই, *"আমি মণ্ডলীতেই বাস করি,"* তখন তার কথাকে আক্ষরিক অর্থে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।

হান্না কখনও ধর্মধাম ত্যাগ করেননি, তথা তিনি কখনও বিশ্বাস-জীবন থেকে পতিত হননি। তিনি সর্বদা বিশ্বাস ও বাধ্যতার জীবন যাপন করেছেন। তিনি সর্বদা এই কথা বিশ্বাস করে চলেছেন যে, ঈশ্বরই আমার সমস্ত প্রয়োজন মিটাবেন, এবং তিনি তাঁর নিজের গৌরবার্থে আমাকে ব্যবহার করবেন। তাঁর স্বামী বেঁচে থাকলে তিনি যেমন তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলতেন, ঠিক তেমনই, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যহ কথা বলেছেন। এর দ্বারা, যীশু আগামীদিনে তাঁর শিষ্যদের যে আদেশ দিতে চলেছেন, তা পালন করেছেন, *"আমাতে থাক, আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকি; শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ধরতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকলে পারে না, তদ্রূপ আমার মধ্যে না থাকলে তোমরাও পার না"* (যোহন ১৫:৪)।

(২) হান্না সর্বদা প্রভুর সেবা করেছে: ৩৭ পদে বলা হয়েছে, হান্না *"রাত দিন উপাসনা (সেবা) করতেন।"* এই কথার অর্থ, ঈশ্বর যখনই কোনও সুযোগ উপস্থিত করতেন, তখন হান্না সেই সুযোগকে ব্যবহার করে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন। তিনি কখনও কোনও সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। মার্ক ১০:৪৫ পদে যীশু নিজের বিষয় বলেছিলেন, *"মনুষ্যপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে . . . এসেছেন।"* যীশুর এই কথার ন্যায় হান্নাও তাঁর নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে খুঁজে পেয়েছিল। ৩৭ পদে আরও বলা হয়েছে, *" উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে রাত দিন উপাসনা করতেন।"* এই কথা থেকে স্পষ্ট যে হান্না কখনও নিজেকে অন্যদের থেকে বড়ো মনে করেনি; তিনি সর্বদা অন্যদের বিষয়, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়, ইস্রায়েলের আশার বিষয় চিন্তা করতেন, আর তাই, তিনি ঐ সমস্ত বিষয় প্রার্থনা না করে থাকতে পারতেন না। আমরা অনেক সময় কাজের থেকে উপবাস ও প্রার্থনাকে ছোট করে দেখি; শয়তান এটাই চায়, আমরা যেন প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি লাভ না করি। কিন্তু বাস্তব হল, আমাদের কাজ নয়, কিন্তু প্রার্থনাই আমাদের আত্মিক জয় দিয়ে থাকে। লূক ১৮:১২ পদানুসারে, ফরীশীরা সপ্তাহে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দু'বার উপবাস করত; হান্না তাদের ন্যায় উপবাস করত কিন্তু হান্নার মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের ধার্মিকতা প্রমাণ করার জন্য উপবাস নয়, কিন্তু ঈশ্বর-নির্ভরতার বাহ্যিক প্রকাশ হিসাবে তিনি এই ধর্মীয় রীতি পালন করতেন।

লূক হান্নার এমন জাগতিক ও আত্মিক পরিচয় আমাদের কাছে তুলে ধরেছে, কারণ যীশুই যে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ, তা তাঁর জন্মের পরে যাঁদের সাক্ষ্যের দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে, তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসযোগ্যতার *(credibility)* প্রয়োজন আছে। সেই দিক থেকে শিমিয়নের সঙ্গে যে হান্না যীশুর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, দুই দিক থেকে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য (১) তিনি একজন ভাববাদিনী ছিলেন, এবং (২) একজন ইহুদি হিসাবে তিনি অসাধারণ ভক্তিপূর্ণ জীবনের অধিকারী ছিলেন।

গ। যীশুর বিষয় হান্নার সাক্ষ্য: ৩৮ পদে বলা হয়েছে, ***"তিনি সেই দণ্ডে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করলেন, এবং যত লোক জেরুশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করছিল, তাদেরকে যীশুর কথা বলতে লাগলেন।"*** এই বর্ণনা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, তিনি মন্দিরের কোনও একটি কক্ষে, হয়ত 'মহিলাদের জন্য কক্ষ' ছিল, সেখানে ছিলেন; যখন তিনি শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে মরিয়ম ও যোষেফকে দেখতে পেলেন। তিনি আরও দেখতে পেলেন যে, শিমিয়ন সেই শিশুকে কোলে নিয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করছেন। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ শিমিয়ন সেদিন ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে যে গান গেয়েছিলেন, সেই গানের কথা হান্নার কাছে সেই শিশুর প্রকৃত পরিচয়কে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। ভাববাদিনী হান্নাও ঈশ্বরের আত্মার প্রকাশের মাধ্যমে নিশ্চিত হলেন যে, এই শিশুই হলেন প্রতিজ্ঞাত মশীহ।

কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে হান্না তখনই ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদের ডালি নিয়ে উপস্থিত হলেন। হান্নাও জেরুশালেমের মুক্তি, তথা প্রতিজ্ঞাত মশীহের আগমনের জন্য এতকাল অপেক্ষা করে এসেছেন। তাই, যখন তিনি সেই শিশুকে দেখেছিলেন, এবং তিনি যে খ্রীস্ট, এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন; তখন তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ণকারী ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করলেন। হান্নার এই ধন্যবাদ ও প্রশংসা গানের মধ্যে আমরা ইব্রীয় ১৩:১৫ পদের প্রতি বাধ্যতা দেখতে পাই, ***"আসুন, আমরা তাঁরই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিয়ত স্তব-বলি, অর্থাৎ তাঁর নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরের ফল, উৎসর্গ করি।"*** সেদিন হান্না কী বলে প্রভুর ধন্যবাদ করেছিলেন, তা যদিও লূক লিপিবদ্ধ করেনি, কিন্তু হান্নার যে পরিচয় লূক দিয়েছে, তার থেকে স্পষ্ট যে, সেই ধন্যবাদ ছিল আন্তরিক ও সত্যে পূর্ণ।

কিন্তু কেবল মুখে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা নয়, হান্না তাঁর জীবন তথা কাজের দ্বারা তাঁর সেই প্রকৃত ধন্যবাদকে প্রকাশ করেছেন। ৩৮ পদের শেষাংশে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"যত লোক জেরুশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করছিল, তাদেরকে যীশুর কথা বলতে লাগলেন।"*** এ কথার অর্থ, তাঁর ন্যায় যাঁরা ইস্রায়েলের সত্য অবশিষ্টাংশ হিসাবে প্রতিজ্ঞাত মশীহের আগমনের জন্য বিশ্বস্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে, খ্রীস্টের আগমনের বার্তা হান্না পৌঁছে দিতে শুরু করলেন। এই কাজ হান্নার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ, খ্রীস্টের আগমনের কথা অনেকের কাছে প্রচারিত হয়েছিল, যদিও তা কেবল তাদের মধ্যে সাধিত হয়েছিল, যাঁরা বিশ্বস্তভাবে আগ্রহ সহকারে খ্রীস্টের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আজ আমরা যখন হান্নার এই পরিচয় ও যীশুর বিষয় তাঁর এই সাক্ষ্যের মুখোমুখি, আসুন আমরা হান্নার জাগতিক ও আত্মিক পরিচয়ের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করি। (১) আজ যদিও আমরা ভাববাদী/ভাববাদিনী বলে পরিচিত নই, কিন্তু আমরা বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বরের যে বাক্য লাভ করেছি, তা-কি সত্য ব্যাখ্যা করে মানুষের কাছে উপস্থিত করছি? (২) হান্না জাগতিক প্রতিকূলতা (অল্প বয়সে বৈধব্য) অজুহাত হিসাবে খাঁড়া করেনি, আমরা কি আমাদের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে দোষ দিয়ে থাকি? (৩) আমরা কি হান্নার মতো সর্বদা প্রভুকে স্বীকার করে চলেছি? (৪) আমরা কি সর্বদা প্রভুর সেবা করে চলেছি? (৫) আমরা কি সর্বদা প্রভুর ধন্যবাদ করি? (৬) আমরা কি যীশুর কথা অন্যদের বলি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com